গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সমন্বয় অধিশাখা
www.plandiv.gov.bd

নং-২০.০০.০০০০.৩৩২.০৪.০৩১.১৮-৭৪২

তারিখঃ ২২ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৫ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে অনুসরণীয় রূপরেখা।

সূত্রঃ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পত্র নং-০৪.০০.০০০০.১১২.০৯.১৬.১৭.৬৫, তারিখঃ ০৭/০৩/২০১৮ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রস্থ পত্রের ছায়ালিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(শ্যামল কুমার সিংহ)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯১১৭৯১৪
e-mail:dsplandivco@gmail.com

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর দপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ
ডাইরী নং ৩৪ তারিখঃ ০৫/৪/১৮
সিনিয়র প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল
প্রোগ্রামার
মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
সহকারী প্রোগ্রামার-১
সহকারী প্রোগ্রামার-২
সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

বিতরণ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, নীলক্ষেত, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৩. প্রধান (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫. যুগ্মসচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৬. যুগ্মপ্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৭. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. উপসচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৯. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০. উপপ্রধান (পরিকল্পনা শাখা), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১১. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১২. সিনিয়র সহকারী সচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।

সচিবের দপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

ডায়েরী নং- ৭৮৬
তারিখ- ০৮/০৩/২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইন-২ শাখা
www.cabinet.gov.bd

সমন্বয় অধিশাখা
ডাইরী নং- ৩৮৭
তারিখঃ- ১৫/৩/১৮

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.১১২.০৯.১৬.১৭.৬৫

তারিখ: ২৩ ফাল্গুন ১৪২৪
০৭ মার্চ ২০১৮

বিষয়: আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে অনুসরণীয় রূপরেখা।

২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে অনুসরণীয় একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছে।

০২। সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুসরণীয় রূপরেখা নির্দেশক্রমে এইসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) পাতা।

(মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মেদ)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৪৫৩৯
e-mail:law_sec2@cabinet.gov.bd

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব।
২। সিনিয়র সচিব
....মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৩। সচিব
পরিকল্পনা কমিশন.........................মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

অনুলিপি (সংযুক্তিসহ):

১। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। যুগ্মসচিব, ই-গভর্নেন্স, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (পত্রটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
আইন-২ শাখা
www.cabinet.gov.bd

আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে অনুসরণীয় রূপরেখা।

১.০ আইন প্রণয়ন একটি নিয়মতান্ত্রিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কাজ। এতে পদ্ধতিগত কোনো ত্রুটির কারণে সরকারের চলমান নীতি বাস্তবায়ন ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আইনের খসড়া প্রণয়ন কিংবা বিদ্যমান আইনে সংশোধনী আনার ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতির সঙ্গে সংগতি রাখা, উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাব্য প্রভাব বিবেচনার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অনুরূপ আন্তর্জাতিক আইনসমূহ পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশ কর্তৃক গৃহীত জাতিসংঘের কোনো সনদ, ঘোষণা, কনভেনশন, দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক কোনো সংস্থা ও দেশের সঙ্গে বিদ্যমান কনভেনশন, প্রটোকল, সমঝোতা স্মারক, চুক্তি ইত্যাদি প্রতিপালনে বাধ্যবাধকতা থাকায় আইন প্রণয়ন/সংশোধনকালে তাও বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।

১.০১ বিদ্যমান পদ্ধতিতে আইন প্রণয়নকালে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পদ্ধতিগতভাবে ও নিয়মিতভাবে সকল সময় অনুসৃত হয়না। এছাড়া আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণের পর থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট আইন চূড়ান্তভাবে অনুমোদন লাভ এবং গেজেটে প্রকাশ করা পর্যন্ত অনুসরণীয় সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশাবলি না থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রমে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এতে প্রণীতব্য আইনের গুণগত মান নিশ্চিত করা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

১.০২ ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে কোনো প্রণীতব্য আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে পরামর্শক্রমে একটি রূপরেখা প্রণয়ন করতে হবে। মন্ত্রিসভার উক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত রূপরেখার একটি খসড়া প্রণয়ন করে খসড়ার উপর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রাপ্ত মতামত খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে আইন প্রণয়ন/সংশোধনের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অনুসরণের জন্য নিম্নরূপ রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়:

২.০ ক্যালেন্ডারভুক্তিকরণ

২.০১ প্রতি বছরের শুরুতে প্রত্যেক মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইন প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর সম্ভাব্য তালিকা প্রস্তুত করে ক্যালেন্ডারভুক্ত করবে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করবে।

২.০২ ক্যালেন্ডারভুক্তি ছাড়াও বছরের যে কোনো সময়ে নতুন করে আইন প্রণয়ন/সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করে ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

৩.০ আইনের খসড়া প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়াদি

৩.০১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইনের খসড়া প্রণয়ন করবে।

৩.০২ Rules of Business, 1996-এর Rule 10 অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের নিকট থেকে লিখিত মতামত গ্রহণপূর্বক এক বা একাধিক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা এবং প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক অংশীজন (স্টেকহোল্ডার) সভা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩.০৩ Rules of Business, 1996 এর Rule 31A অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ আইনের খসড়া নিজস্ব website-এ প্রকাশ করে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জনমত যাচাই করবে।

৩.০৪ খসড়া দাখিলের পূর্বে উদ্যোগী মন্ত্রণালয় বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো) কর্তৃক ভাষার যথার্থতা প্রমিতীকরণ করবে।

৩.০৫ প্রস্তাবিত আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনি কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.০৬ প্রস্তাবিত আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সংবিধানের তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন/সংশোধন করা যাবে না।

৩.০৭ আইন প্রণয়ন/সংশোধনের বিষয়ে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত/পর্যবেক্ষণ থাকলে উহা অনুসরণ করতে হবে।

৩.০৮ জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার চুক্তি, সনদ, ঘোষণা, কনভেনশন, প্রোটোকল ইত্যাদিতে বাংলাদেশ পক্ষভুক্ত হলে এবং কোনো আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা হলে উক্ত ইনস্ট্রুমেন্টসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের বাধ্যবাধকতা তৈরি হলে প্রণীতব্য আইনে উহার সুস্পষ্ট প্রতিফলন থাকতে হবে।

৩.০৯ যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অগ্রগতি সাধনের জন্য অথবা সমস্যা সমাধানের জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে, তৎসম্পর্কে আইনের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্ট বর্ণনা/উল্লেখ থাকতে হবে।

৩.১০ আইন প্রণয়ন/সংশোধনের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণের সাথে সাথে প্রস্তাবিত আইন প্রণয়ণ/সংশোধনের সম্ভাব্য সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত প্রভাব আবশ্যিকভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে।

৩.১১ প্রস্তাবিত আইন কার্যকর করার জন্য উহার এবং কোন কোন ধারার অধীন বিধিমালা, প্রবিধানমালা বা অন্য কোনো অধঃস্তন আইন (delegated legislation) প্রণয়নের প্রয়োজন হবে, তা আইনে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১২ প্রস্তাবিত আইনের সাথে আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংশ্লিষ্টতা অর্থাৎ আইন কার্যকর বা বাস্তবায়ন করার জন্য সম্ভাব্য ব্যয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা সম্পর্কে একটি পৃথক বিবৃতি থাকতে হবে।

৩.১৩ আইন প্রণয়ন/সংশোধনকালে প্রস্তাবিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা আছে এরূপ অন্যান্য আইন, বিধি, প্রবিধান, রীতি আদেশ, উপ-আইন, সরকারের নীতি, পরিকল্পনা, রূপকল্প এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

৩.১৪ প্রস্তাবিত আইন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করতে হবে। এতে কেবল মূল (substantive) বিধান অন্তর্ভুক্ত করে পদ্ধতিগত (procedural) বিষয়সমূহ, ক্ষেত্রমত, বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.১৫ প্রস্তাবিত আইন অবিলম্বে, ভূতাপেক্ষভাবে, সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যাপেক্ষ অথবা অনির্দিষ্ট ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকর হবে, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১৬ প্রস্তাবিত আইনের পরিধি, প্রয়োগ ও ব্যাপ্তি (scope, application and extent) অবারিত অথবা সীমিত হবে, তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১৭ আইনের প্রাধান্য প্রদানের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইনটি অন্য কোন আইন অথবা কোন আইনের কোন ধারার উপর প্রাধান্য প্রদান করা প্রয়োজন, সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক প্রাধান্য প্রদানের যৌক্তিকতা/কারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও পৃথক বিবৃতি থাকতে হবে।

৩.১৮ বাস্তবতা, সময় ও পরিস্থিতির সাথে পরিবর্তনশীল বিষয় ও সংখ্যা (dynamics facts and numbers) মূল আইনে অন্তর্ভুক্ত না করে, ক্ষেত্রমত, বিধি বা প্রবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন।

৩.১৯ মূল আইনে তফসিল সংযোজন যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। বাস্তবতা বিবেচনায় মূল আইনের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই কেবল সেক্ষেত্রে তফসিল সংযোজন করা যেতে পারে।

৩.২০ কোনো আইনের মৌলিক (substantive) ধারাসমূহের মধ্যে ৩০% (ত্রিশ শতাংশ) এর অধিক ধারা সংশোধনের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে আইনটি নতুনভাবে প্রণয়ন করা সমীচীন।

৩.২১ বিদ্যমান আইন রহিতকরণের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের বরাত (reference) অন্যান্য আইনে থাকলে যুগপৎভাবে উক্ত বরাতসমূহও সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্চনীয়।

৩.২২ আইনের ভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধু ভাষারীতি অনুসরণ করতে হবে। সংবিধানের ভাষারীতির মান অনুসরণীয় এবং সহজ শব্দ চয়ন সমীচীন।

৩.২৩ আইনের খসড়ায় ইংরেজি শব্দ যথাসম্ভব পরিহার করে প্রমিত বাংলা শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তবে টেকনিক্যাল শব্দগুলো ইংরেজিতে লিখা যেতে পারে।

৩.২৪ প্রস্তাবিত আইনের মূল বিধানসমূহ সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীনভাবে বিধৃত করা এবং আইনের উদ্দেশ্যের সাথে প্রস্তাবিত বিধানসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২৫ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিরাম চিহ্নের (punctuation) ব্যবহার সঠিকভাবে করতে হবে।

৩.২৬ আইনের ধারা, উপ-ধারা, দফা, ইত্যাদির রীতিনীতির আলোকে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।

৩.২৭ খসড়া বিলের সফট কপির ফরমেট সঠিকভাবে করতে হবে, যেমন:-শব্দসমুহের ফন্ট, সাইজ, স্পেস, এলাইনমেন্ট, ইত্যাদি।

৩.২৮ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ **পরিশিষ্ট-'ক'** তে বর্ণিত **চেকলিস্ট** অনুসরণ করে প্রণীত খসড়া অতিরিক্ত সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর প্রেরণ করবে। **পরিশিষ্ট -'ক'** (চেকলিষ্ট) অনুসরণ ব্যতীত দাখিলকৃত খসড়াটি অসম্পূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৪.০ আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত কমিটি গঠন

৪.০১ মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপনের পূর্বে প্রস্তাবিত আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ১১ মে ২০১৭ তারিখে ০৪.০০.০০০০.৪২৩.২২.০০৩.১৭.৫৬ সংখ্যক স্মারকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত নিম্নলিখিত কমিটি কাজ করবে:

১.	অতিরিক্ত সচিব (আইন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	আহ্বায়ক
২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ প্রধান	সদস্য
৩.	যুগ্মসচিব (সি. আর.), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	সদস্য
৫.	যুগ্মসচিব (আইন প্রণয়ন), জাতীয় সংসদ সচিবালয়	সদস্য
৬.	উপসচিব (বাজেট-২৩), অর্থ বিভাগ (আর্থিক সংশ্লেষ থাকলে)	সদস্য
৭.	সিনিয়র অ্যাসাইনমেন্ট অফিসার/এসাইনমেন্ট অফিসার, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮.	উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন-১/২), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য-সচিব

৪.০২ কমিটির কার্যপরিধি

(১) প্রস্তাবিত আইনের ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন;

(২) বিষয়গত যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা;

(৩) সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন;

(৪) খসড়া পর্যালোচনাকালে কমিটি উদ্যোগী মন্ত্রণালয় কর্তৃক উপস্থাপিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিও বিবেচনা করবে:

ক) প্রস্তাবিত আইনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এরূপ অন্যান্য আইন, বিধি, প্রবিধান রীতি;

খ) প্রস্তাবিত আইন/সংশোধনীর বিষয়ে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষণ (যদি থাকে);

গ) আইন প্রণয়ন/সংশোধনের উদ্দেশ্য ও এর সম্ভাব্য প্রভাব; এবং

ঘ) সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন, চুক্তি, কনভেনশন, সমঝোতা স্মারক সিদ্ধান্ত , প্রটোকল ইত্যাদি।

(৫) প্রয়োজনবোধে নতুন সদস্য (কো-অপ্ট) করতে পারবে।

(৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইন অধিশাখা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।